সর্বোরোগের মহৌষধ

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন

ভিন্নমত নামে এক ওয়েব সাইটে বেশ কয়েক দিন যাবৎ বাংলাদেশে শিল্পায়ন হবে কি হবে না তা নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছিল। লক্ষ্য রাখছিলাম কখন আলোচনাটা সেই সরু গলিতে যাবে - এবং আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করছিলাম যে আলোচনা সেদিকে যাবেই। আমার এ বিশ্বাসের পিছনে কোন আলৌকিক ঈঙ্গিত কাজ করেনি। যে বিষয়টা আমাকে বিশেষ ভাবে এ বিশ্বাসে অনুপ্রানিত করে তা হচ্ছ বর্তমান মৌসুমী হাওয়া। যখন সর্বক্ষেত্র ইসলাম আর মুসলমানদের নিয়ে থিসিস-হাইপোথিসিস হচ্ছে - সে অবস্থায় "বাংলাদেশের শিল্পায়নের একমাত্র শত্রু ইসলাম" এ ধরনের একটা লেখা কোন একজন জ্ঞানী মানুষ লিখবেন না - এটা ভাবাই যায় না। শেষ পর্যন্ত দিগন্ত বড়ুয়া এগিয়ে এলেন এ মহান দায়িত্ব পালনে। লেখাটা সদালাপেও পোষ্ট করা হয়েছে। অভিনন্দন আপনাকে। বন্ধুদের জেগে উঠার একটা আবেগপূর্ন আহ্বান করে আপনি বেশ একটা সুন্দর ভাবমূর্তি তৈরী করলেন - তারপর হাতে নিলেন বর্তমান মৌসুমের বহুল ব্যবহূত আস্ত্রটা - প্রতিপক্ষ বর্তমান নাটকের ভিলেন।

যা হোক, মুল প্রসংগে আসা যাক। বাংলাদেশ শিল্পায়ন হবে কিনা এটা আলোচনা করতে গিয়ে মি. বড়ুয়া শিল্পায়ন আর উন্নয়ন দুটা বিষয়কে এক করে ফেলেছেন। শিল্পায়ন নির্ভর করে পুজিঁর মর্জির উপর। উন্নয়ন হচ্ছে একটা সার্বিক বিষয়। শিল্পায়ন মানেই উন্নয়ন নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপের পরিসর এখানে নয়। শিল্পায়নের কথা দিয়ে শুরু করে তিনি উন্নয়নের প্রসংগ আনলেন - তারপর চলে গেলেন 'জারগেইন' বিষয়ে। এটা কিন্তু বুঝের অভাব না, তার থিসিসটাই হচ্ছে - ইসলামই সব সমস্যার মূল। পাঠক দেখুন তিনি কি বলেছেন - "মুসলিম প্রধান দেশে উন্নয়ন সম্ভব নয়। " এবং মুসলমান প্রধান দেশ বলে বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারন মুসলমানরা - " স্বর্গে গিয়ে পরি নিয়ে মন্থি করবে " এ ভাবনাতে ব্যস্ত সুতরাং উন্নয়নের চিন্তা এদের মাথায় আসবে কি করে। তবে আপনার কাছে একটা সমাধানও আছে বটে- তা হচ্ছে মুসলমানদের ধর্ম কর্ম ত্যাগ করতে হবে। বেশ ভাল কথা। এরপরই আপনার মনে হলো - ও হ্যাঁ মালয়েশিয়াতো মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ট - সংগে সংগে বললেন ওখানকার বড়লোকরা সব বৌদ্ধ। কিন্তু ব্রুনাইর কথা বললেন না । তাহলে কি বলতে হয়, বাংলাদেশের সব মুসলমানরা ইসলাম ছেড়ে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিলে উন্নয়ন হবে শনৈঃ শনৈঃ।

আপনার লেখার এক পর্যায়ে কম্বোডিয়া - লাওসে পুজিঁ বিনিয়োগের কথা বলেছেন। মজার বিষয় হচ্ছে বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি - বিশেষ করে GATT চুক্তির পর WTO নিয়ন্ত্রিত বানিজ্য নীতিমালায় কোন অনুন্নত দেশ শিল্পায়িত হবে কিনা তা বিশেষ কয়েকটা দেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আর সে দেশগুলোর প্রকৃত কাজ হচ্ছে পুজিঁর সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করা। উত্তর আমেরিকার পুজিঁর সর্বোচ্চ মুনাফার জন্যে ৯০ দশক থেকে শুরু হয়েছে Down Sizing তারপর Restructring যার ফলে লক্ষ লক্ষ বেকার তৈরী হলো - তারপর নতুন তত্ব Low cost geography আসলো, যা ফলে শুধুমাত্র টরন্টোর একটা কারখানা থেকে ৫০০০ মানুষ চাকুরি হারালো। চীনকে Low cost geography প্রথম সারিতে ধরা হয়। এর কারন হচ্ছে চীনের মানুষরা সরকারের ইচ্ছার কাছে জিম্মি - শ্রম শোষনের স্বর্গ রাজ্য এখন ওটা। মানবাধিকার আর তিয়ন আনমেন এখন অতীত ।মোদ্দা কথা হচ্ছে - যে দেশ বা অঞ্চল তাদের নীতি আদর্শ এবং সার্বভৌমত্যকে বিসর্জন দিয়ে তার সম্পদ - বিশেষ করে মানবসম্পদকে পশ্চিমা পুজিঁর ধর্ষনের জন্যে উন্মুক্ত করবে সেখানে পুজিঁ যাবে - সাময়িক উন্নয়ন হবে। তারপর ক্লান্ত ধর্ষিতার মতো সব নিরব হয়ে যাবে। উদাহরন হিসাবে কাফকোর কথা ধরুন। বাংলাদেশের সম্পদ সর্বনিম্ন দামে কিনে সার তৈরী হয় - লাভবান হয় জাপান। এ ধরনের শিল্প চাইলে আরো পাবেন। এরশাদ একদিকে ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরী করেছে - অন্যদিকে কাফকোর মতো শিল্প প্রতিষ্টা করেছে। সে সময় কোন রকম নীতি মালা ছাড়াই গার্মেন্টস শিল্পের জন্যে বাংলাদেশের দরজা খুলে দেওয়া হলো - তাতে ইসলাম ধর্ম কোন বাধা হয়নি। অপেক্ষা করুন এর পরিনতি দেখার জন্যে। আবার দেখুন - চট্রগ্রামে বেসরকারী টার্মিনাল চুক্তি হলো - যা হাইকোর্ট বললো সংবিধান বিরোধী । আমার যতটুকু জানা আছে - বাংলাদেশের হাইকোর্টে ইসলামী আইন এখনো চালু হয়নি। তাহলে কিসের ভিত্তিতে এটা হলো?

একটা কথা - বাংলাদেশে সংখ্যা লঘুর দেশ ত্যাগের সাথে ইসলাম আর উন্নয়নের একটা যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছেন দিগন্ত বড়ুয়া । অন্যদিকে একজন ভারতীয় মুসলমানের যে চিত্র তুলে ধরছেন - যা বাংলাদেশের একটা বিশেষ শ্রেনী মনে প্রানে বিশ্বাস করে সেখানকার সংখ্যা লঘুদের ক্ষেত্রে। সুতরাং আপনার এনালজিটা ঠিকমতো গেল না। দেশ ত্যাগ করলেই উন্নয়ন থেমে যাবে এটা ভাবা ঠিক নয়। আজ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার একটা বড় অংশ আসে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ থেকে - যাদের সবাই আনন্দের সাথে দেশ ত্যাগ করেনি।

মুলতঃ ঘটমান বর্তমানের উপর না দাঁড়িয়ে, যদি বিশ্ব পরিস্থিতির উপর ভাল ভাবে পর্যবেক্ষন করুন - দেখবেন পুজিঁর হিংস্র থাবায় ছিন্ন ভিন্ন অনুন্নত দেশ গুলি। দেখুন ল্যাতিন আমেরিকা - যেখানে কোন মুসলিম দেশ নেই, তাদের আর্থ- সামাজিক অবস্থা, দেখুন প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আফ্রিকার অবস্থা, নজর দিন সুদান - নাইজেরীয়ার দিকে। কারা - কেন এ অঞ্চল গুলোকে শ্মশানে পরিনত করছে?

এক সময় পৃথিবীর মানুষে নালিশের যায়গা ছিল - এখন প্রবল পরাক্রম পুজিঁ পৃথিবীকে শাসন করছে আর মানুষকে এক একটা জুজুর ভয় দেখাচ্ছে। পৃথিবী যদিও সূর্যের চারিদিকে ঘুরে - কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত কর্মকান্ড ঘুরে একটা প্রবল পরাক্রমশালী দেশকে কেন্দ্র করে - আর সে দেশটার সব কাজ ঘুরে কর্পোরেট পুজিঁকে ঘিরে। বাংলাদশের মতো অনুন্নত দেশের শিল্পায়ন আর সে দেশের মানুষের হাতে নেই। সেটা এখন প্রযুক্তি আর পুঁজির মালিকদের হাতে আর সেটা আংশিক নিয়ন্ত্রন করে তাদের কনসালটেন্ট ওয়াল্ড ব্যাংক - আই এম এফ । এতো গেল শিল্পায়েনর কথা। এবার আসুন উন্নয়নের কথায় । সাম্প্রতিক আমেরিকান ইউনাইটেট স্টেটস ট্রেড সেন্টার বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হিসাবে ঘুসকে দায়ী করে বলেছে - বাংলাদেশে ঘুষ ছাড়া কোন কাজ হয় না। আমার জানামতে ইসলাম ধর্ম ঐ অপকর্মটাকে নিষেধ করেছে। তা হলে বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বার্থে মুসলমানদের ধর্ম ত্যাগের ফলে কি ঘুষ আদান প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে? বিষয়টা তেমন যুক্ত যুক্ত মনে হচ্ছে না?

তা হলে দিগন্ত বড়ুয়া এমন ধারনা কোথা থেকে পেলেন যে একটা বিশেষ ধর্ম শিল্পোন্নয়ের অন্তরায়? আসলে মি. বড়ুয়ারকে তেমন ভাবতে হয়নি ॥ পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো আর তার সাথে কিছু আত্নবিস্মৃত মানুষ এক এক সময় এক একটা ঝড় তোলে - যেমন ৭০ - ৮০ দশকে ঠিক এমনি ভাবে ঝড় উঠে ছিল কমিউনিজমের বিরুদ্ধে। এ ঝড়ের মধ্যে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বুদ্ধি - বিবেচনা ঠিক রাখা কঠিন । এটাও হয় সেই পরাক্রম শালী পুজিঁর স্বার্থে। এর থেকে মুক্ত থাকা কঠিন। মি. বড়ুয়াও সেই প্রবল ঘুর্নির ভিতরে বসে এ সর্বরোগের মহৌষধ হাইপোথিসিসটা লিখেছে ।

টরন্টো
জুলাই ২৮, ২০০৩